ঝড়ের পর

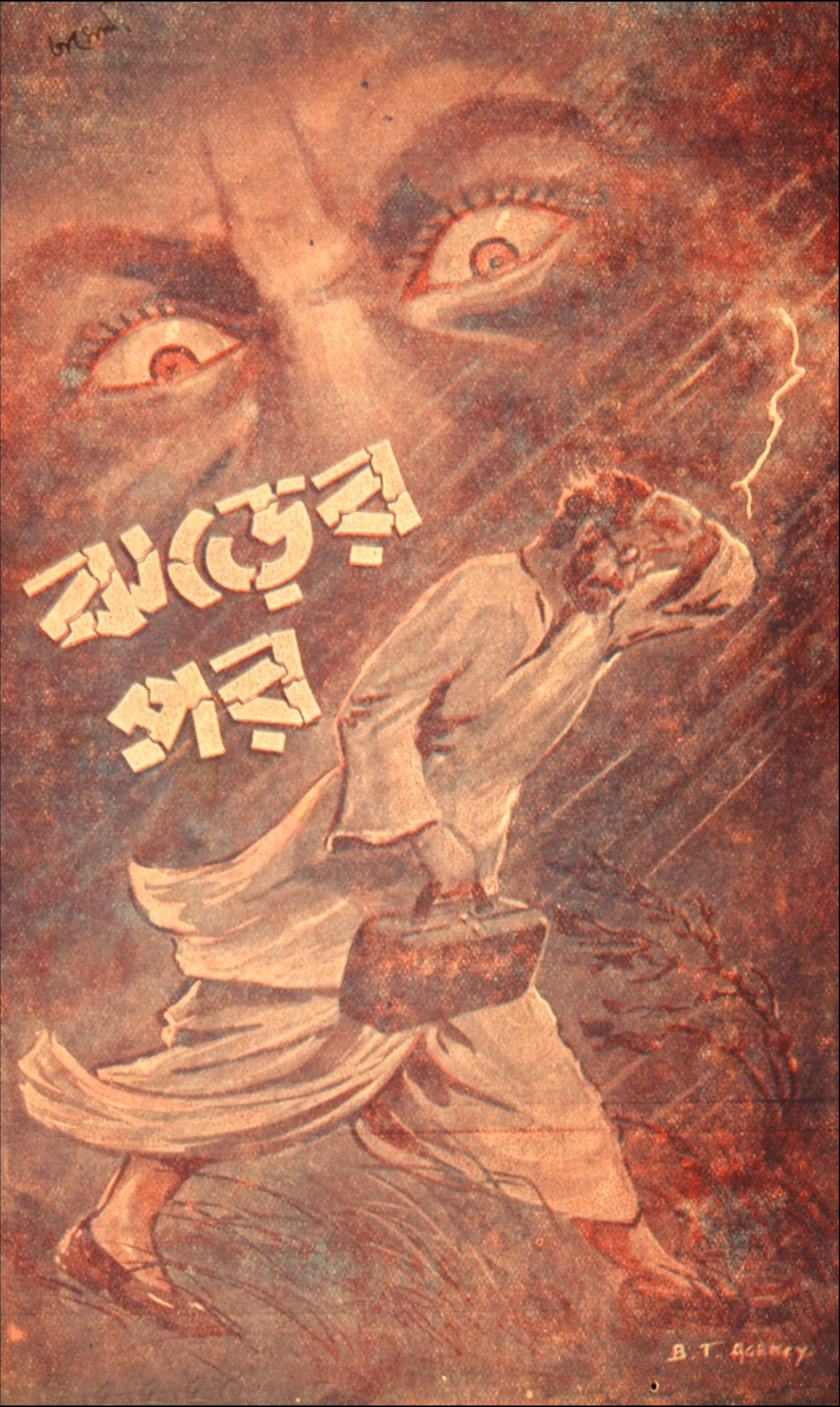

স্যানকোর
বিউটিফিক্স স্নো
ও
ডিলাক্স আয়ুর্ব্বেদোক্ত
কেশ তৈল
HAIR
স্যানকো কেমিক্যাল
ইণ্ডাষ্ট্রীজ লিমিটেড
৪৬, স্ট্র্যাণ্ড রোড কলিকাতা

এভারেষ্ট ফিল্মসের প্রথম নিবেদন

"ঝড়ের পর"

কাহিনী :— **মন্মথ রায়**
চিত্রনাট্য ও পরিচালনা : — অপূর্ব্ব মিত্র
সঙ্গীত-পরিচালনা :— অনিল বাগ্‌চী

চিত্র-শিল্পী — সুধীর বসু
শব্দ-যন্ত্রী — পরিতোষ বসু
রাসয়নিক — শৈলেন ঘোষাল
সম্পাদক — বৈদ্যনাথ বন্দোঃ
শিল্প-নির্দ্দেশক — গোপী সেন
স্থির-চিত্রশিল্পী — নিধু দাসগুপ্ত
ব্যবস্থাপক — নিরোদবরণ সেন
রূপকার — বসীর
সজ্জাকর — মুন্সী, কেশব
আলোক-সম্পাত — হেমন্ত, সমীর, বমল, অনিল
গীতকার — তড়িৎকুমার ঘোষ, চারুচন্দ্র মুখোঃ গোপাল ভৌমিক

সহকারীগণ

পরিচালনায় — অসিত বন্দ্যোপাধ্যায়
সৌরেন সরকার
চিররঞ্জন মিত্র
চিত্র-শিল্পে — সুশান্ত মৈত্র
তারক দাস
বিভূতি চক্রবর্ত্তী
স্বর-শিল্পে — প্রভাত গাঙ্গুলী
সুশান্ত লাহিড়ী
শব্দ যন্ত্রে — সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়
সন্তোষ বন্দ্যোপাধ্যায়
ব্যবস্থাপনায় — অনন্ত গোপাল মিত্র
সম্পাদনায় — অজিত দাস
রসায়ণে — গোপাল গাঙ্গুলী
শৈলেন চ্যাটার্জ্জী
নিরঞ্জন সাহা
সুরেশ রায়
ভোলা মুখার্জ্জী

— কৃতজ্ঞতা স্বীকার —

ডব্লিউ, এ, ক্লাব
এবং
আনন্দবাজার পত্রিকা লিঃ

[আর, সি, এ শব্দযন্ত্রে কালী ফিল্মস্ ষ্টুডিওতে গৃহীত]

রূপায়ণে : ছায়া দেবী, জ্যোৎস্না গুপ্তা, বাণী, অজন্তা কর, করালী, জহর গাঙ্গুলী, সন্তোষ সিংহ, রবি রায়, তুলসী চক্রবর্ত্তী, রনজিৎ রায়, আশু বোস, অজিত চট্টোপাধ্যায় নরেশ বোস, বৃন্দাবন চট্টোপাধ্যায় পাঁচু বাবু, মণীতোষ চট্টোপাধ্যায়, নির্ম্মল রুদ্র, শৈলেশ ভড়, ক্ষিতীশ শেঠ, রাজকুমার লাহিড়ী, বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়, আদিত্য মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি।

পরিবেশক :— সেণ্ট্রাল ফিল্ম ডিষ্ট্রিবিউটার্স লিঃ
৭, ঈশ্বর চক্রবর্ত্তী লেন, কলিকাতা

মূল্য—দুই আনা মাত্র

র পর (কাহিনী)

ডীপুর গ্রামে পশু ডাক্তার বলে যাকে সবাই ক্ষেপায় আসলে
পশুপতি সামন্ত। দাতব্য চিকিৎসালয়ের ডাক্তার বলে নয়,—আ
গ্রামে আর ডাক্তার নেই বলে, তাকে বিদ্রূপ কোরতেও যত, তার দোরে
দিয়ে পড়তেও তেমনি লোকের অভাব হয় না কখনো।

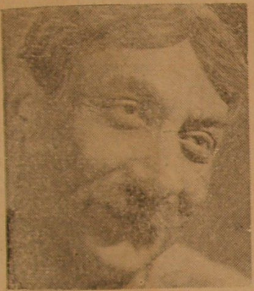

দুলাল মিত্র, পশুপতি ডাক্তারের একমাত্র সহকারী। তার মায়ের আশা ছেলেও একদিন ডাক্তার হবে।

১৯৪১ সালের ম্যালেরিয়ায় লোকে যখন উজাড় হয়ে যাচ্ছে—পশু ডাক্তারের জীবনে সেদিন থেকে নতুন অধ্যায় আরম্ভ হ'ল।

এই কাহিনীর আরম্ভও সেদিন থেকেই। দাতব্য চিকিৎসালয়ে আর 'কুইনাইন' মেলে না। পশু ডাক্তার বলে কুইনাইন হয়েছে 'কুইন্' আর সে শুধু "কিঙ্"-রাই পেতে পারেন। নিরন্ন-দেশের লোকদের জীবনে কাল-বাজারের প্রথম আবির্ভাব। চড়া দামে কুইনাইন বেচে পশু-ডাক্তার ফেঁপে উঠলো—আর ওষুদের বদলে লাল-নীল রং গোলা জল খেয়ে কাতারে কাতারে গরীবের প্রাণ যেতে লাগলো।

দুলাল এ দৃশ্য সইতে পারে না। গোপনে সে লোকদের বলে, "রাত্রে আসিস্ আমার বাড়ী, দেখিস্ কেউ যেন টের না পায়।" ফলে, রাত্রে—গভীর রাত্রে দুলালের বাড়ীতে আর একটী হাসপাতাল বসে। পশু ডাক্তারের লুকানো ওষুধ গোপনে নিয়ে এসে দুলাল নিজের অভিজ্ঞতা মত চিকিৎসা করে—উপকারও হয় তাতে—লোকে দুহাত তুলে আশীর্ব্বাদ করে দুলালকে।

কিন্তু, সত্য বেশী দিন গোপন থাকে না।

হলধর চাষীর মুখ থেকে উত্তেজনা বসে হঠাৎ একদিন অজ্ঞাতসারে ব্যক্ত হয়ে পড়ে দুলালের চিকিৎসা কাহিনী।

হায় রে হলধর! সে কি জানতো যে তার এই উচ্ছ্বাসই একদিন পরিয়ে দেবে তার দেবতার হাতে শৃঙ্খল? জান্‌লে বোধকরি সে এমন কাজ কখনও করতো না!

হলোও তাই। পশু ডাক্তার বুঝতে পারলে তার ওষুধ যাচ্ছে কোথায়। সুযোগ বুঝে একদিন সে পুলিশ এনে ধরিয়ে দিলে দুলালকে। বিচারে দুলালের জেল হয়।

মা রুগ্না—পশু তাকে ওষুধ দেবে না—বিনা চিকিৎসায় তার মা মারা যাবে। অহর্নিশি এই চিন্তাই কারাগারের অন্তরালে দুলালকে পাগল করে তুল্‌লো। দুলাল জেল পালাল। পিছনে ছুটলো অগুন্‌তি পুলিশ আর গুলির ঘন ঘন আওয়াজ। এই বিপদের হাত থেকে তাকে বাচালে কৃষ্ণপক্ষের সূচীভেদ্য অন্ধকার—ঝড়-ঝঞ্ঝা—বৃষ্টি-মুখর রাত্রি। দুলাল বোধকরি শুধু এই সুযোগটুকুরই অপেক্ষা কর্‌ছিল।

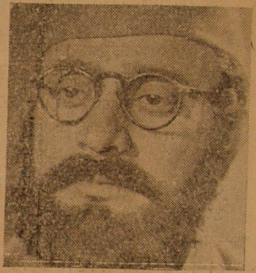

দুলাল—জেল পলাতক দুলাল,—গভীর রাত্রে চুপি চুপি এসে মাকে দেখে যায়। পশু ডাক্তারের ঘর থেকে ওষুধ চুরি করে এনে মাকে ইনজেক্‌সন দেয়। অশুখ ভাল হয়। প্রভাত হবার সঙ্গে সঙ্গে পশু ডাক্তারের হাক্‌ডাক্ পড়ে যায়। পুলিশ বাড়ী ঘেরাও করে। দুলাল আবার পালায়।

চলন্ত ট্রেনে উঠে পড়ে দুলাল—হঠাৎ দেখা হয় এক সুন্দরী তরুণীর সাথে। ট্রেনে মেয়েটির বাপ অসুস্থ হয়ে পড়ায় দুলালই তার প্রাণ বাচিয়ে দেয়। কৃতজ্ঞতা জানায় মেয়েটী—অন্ততঃ এক দিনের জন্যও তাদের সঙ্গে বাড়ী যেতে অনুরোধ জানায়। দুলাল রাজী হয়—ভাবে, বাঁচবার এই তো উপায়। কিন্তু, পুলিশের দৃষ্টি শনি-গ্রহের মত এই গণ্ডগ্রামেও তাকে অনুসরণ করে।

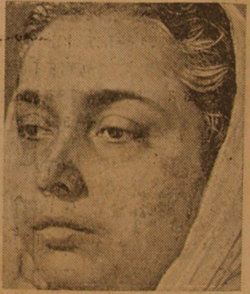

একদিকে পুলিশের শৃঙ্খল—অন্যদিকে একটি মেয়ের কালো চোখের অনিমেষ দৃষ্টিতে কিসের যেন আমন্ত্রণ—তবুও দুলালকে পালাতেই হয়।

পথ থেকে পথে, সকলের দৃষ্টি এড়িয়ে দুলালকে যখন এমনি ভাবে পালিয়ে বেড়াতে হচ্ছে—ঠিক সেই সময়ই ভারতবর্ষের একপ্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পর্য্যন্ত বিদ্যুতের মত ছুঁয়ে গেল এক বিপ্লবী নেতার রহস্য-রোমাঞ্চিত অন্তর্ধান কাহিনী। সে খবর সহরের সৌখীন ড্রয়িংরুম থেকে অজানা গ্রামের অন্ধকার-প্রান্তরে সঞ্চার করলো সে-কি উত্তেজনা!

ড্রাউনিং ষ্ট্রীট থেকে সিমলা—সিমলা থেকে দিল্লী—গোটা শাসনতন্ত্র কেঁপে উঠল, "ধর সেই বিপ্লবী নেতাকে!"

গ্রামে আরেকটি সন্দেহ সকলের মনে উঁকি দিয়ে ফিরছে সে-সন্দেহ অবিশ্বাস্য—সে সন্দেহ রোমাঞ্চকর! চণ্ডীপুর গ্রামের দুলালকে এখানে-ওখানে দেখা যাচ্ছে—তারপরই মিলিয়ে যাচ্ছে তার ছায়া ধরা পড়বার আগেই। —দুলাল তাহলে কে? —দুলাল তবে কোথায়?

গান

(১)

সখী—কে করিল রাখাল তোমায় ব্রজের মহারাজ
ওহে ব্রজের মহারাজ,
ধড়া চূড়া বাঁশী কোথায় ফেলে এলে আজ
ব্রজের মহারাজ
ওহে ব্রজের মহারাজ।
কৃষ্ণ—রাজা আমায় করেছে গো বিনোদিনী রাই
ধড়া চূড়া বাঁশীর এখন কাজ ত কিছু নাই।
সখী—চন্দ্রাবলীর কুঞ্জবনে নিশীথে শ্যাম যাও
গোপনে
তোমার লুকোচুরি, চতুরালি ধরিয়ে দেব আজ
ব্রজের মহারাজ ওহে ব্রজের মহারাজ
কৃষ্ণ—আমি বাজাই বাঁশী সেই জনারই তরে
যে রইতে নারে ঘরে গো, রইতে নারে ঘরে।
তোমরা কুলনারী বাঁশী শুনে হেথায় কেন আজ,
কি আমাদের মনের কথা বলব নাকি আজ।
সখী—ও কালা, কোন গুণে আজ হলে তুমি
রাধার প্রেমিক শ্যাম
কি দেখিয়া ভুলিল গো সকল ব্রজধাম!
কৃষ্ণ—কমলিনী ভুলিল গো শুনে আমার বাঁশী
ব্রজবাসী ভুলিল গো দেখে মুখের হাসি।
সখী—কেমন করে ননী চোরা ব্রজবালার লাজ
কেড়ে নিলে আজ
ব্রজের মহারাজ ওহে ব্রজের মহারাজ।

— চারু চন্দ্র মুখোপাধ্যায়

(২)

……যে রয় হিয়ার মাঝে,…
বাধার ঝড়্-বাতাসে—
কভু হারায় না সে!

(যেমন) মাটির বুকের লুকানো জল
যদি হারায়
দহন জ্বালায়

(সুদূর) আকাশ-পারে অ বার সে যে
(ঘন) সজল মেঘে ভাসে!
কভু হারায় না সে!!

(সে যে) কোন্ বিরহের বহ্নি দিয়ে
প্রদীপ্ জ্বালায়,
ফেলে আসা সঙ্গীরে তার
খুঁজে বেড়ায়;—

(শেষে) শুন্য পথের ধারে ধারে
স্বপন জাগায় ফুলের হারে……(গো!)

(সে যে) জাগিয়ে দিতে ফাগুন, আবার,
শ্রাবণ হয়ে আসে!
কভু হারায় না সে!!

—শ্রীতড়িৎকুমার ঘোষ

(৩)

হে বিজয়ী বীর তোমারে নমস্কার!
বরেন্য তুমি, শরেন্য তুমি, তোমারে নমস্কার।
তব শৃঙ্খল ছিঁড়ে টুটে গেছে একি মহা বিস্ময়,
তমসা মগ্ন রাত্রির বুকে নবীন সূর্য্যোদয়
তোমার চেতনা বহ্নি মশালে ঘুচিল অন্ধকার
তোমারে নমস্কার।
সৈনিক তব মুক্তি মন্ত্রে সারা দেশ চঞ্চল
হাজার কণ্ঠে ওঠে জয়গান বক্ষে অমিত বল!
জনতার মাঝে এস, এস বীর (এস)
দূর করো সব শঙ্কা তিমির (এস)
বিমুক্ত করো দেশ জননীর সঞ্চিত মনোভার
তোমারে নমস্কার।

— গোপাল ভৌমিক

সেণ্ট্রাল ফিল্ম্ ডিষ্ট্রিবিউটার্সের পরিবেশনাধীন চিত্রাবলীঃ—

—(বাংলা)—

১। পাষাণ দেবতা
২। রুক্মিণী
৩। চোখের বালী
৪। বন্দেমাতরম্
৫। ঝড়ের পর

—(হিন্দি)—

নিউ থিয়েটার্সের শ্রেষ্ঠ হিন্দি চিত্রঃ

১। মিলিওনেয়ার
২। প্রেসিডেণ্ট
৩। দুষমন
৪। অনাথ আশ্রম
৫। বড়দিদি
৬। মুক্তি
৭। দেবদাস
৮। কপালকুণ্ডলা
৯। ধূপ-ছাঁও
১০। অভাগীন্

বুকিং-র জন্য অবেদন করুনঃ

সেণ্ট্রাল ফিল্ম ডিষ্ট্রিবিউটার্স লিঃ
৭, ঈশ্বর চক্রবর্ত্তী লেন :: কলিকাতা

* * *

মুক্তি-পথে
বাসন্তী পিক্‌চার্সের প্রথম বাংলা চিত্র
সি, আই, ডি
পরিচালনায়ঃ—অমর দত্ত।

শ্রীবীরেন্দ্র নাথ বোস কর্ত্তৃক সেণ্ট্রাল ফিল্মস্ ডিষ্ট্রিবিউটার্স ৭, ঈশ্বর চক্রবর্ত্তী লেন, কলিকাতা হইতে সম্পাদিত ও প্রকাশিত। জুভেনাইল আর্ট প্রেস ৮৬, বহুবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা হইতে জি, সি, রায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত।